ভোরের কাগজ

তারিখ ... 2 4 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭ ...

## মেধার চরম অবমূল্যায়নে ভর্তি পদ্ধতি

গত ৩০ অক্টোবর '৯৮ প্রকাশিত অর্ধেন্দু প্রসাদের ভর্তি পদ্ধতি চিঠিটার সঙ্গে একমত হতে পারছি না বলে এই লেখার সূচনা। তিনি শ্রাবণী বসাকের চিঠির সূত্র ধরে সাফাই গেয়েছেন বর্তমান মেডিক্যাল-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পদ্ধতির (এসএসসি ও এইচএসসি স্কোরিং পদ্ধতির)। শ্রাবণী বসাক মিথ্যে বলেনি— কথাটি সত্যিই ধ্রুব সত্য যে, জেলা শহরের কলেজগুলো ছাড়া থানা পর্যায়ের কলেজগুলোতে চলে পরীক্ষার নামে নকল (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে)। উদাহরণ সে ভূরি ভূরি। তাই, একটু খোঁজ নিয়েই দেখুন না। আচ্ছা থাক, আমিই একটা উদাহরণ দিই। এবার ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া থানার ফুলবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজের রেজাল্টে দেখা গেলো এইচএসসিতে প্রিন্সিপালের ছেলে পেয়েছে ৮৯০ নম্বর। অথচ ওর এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বলে না সে ৮৯০ পাওয়ার যোগ্য (এসএসসিতে ৫৫০-এর নিচে)। আমি স্বীকার করছি এসএসসিতে খারাপ করলেও এইচএসসিতে ভালো করা সম্ভব। কিন্তু এতো নম্বরের ব্যবধান ঘটানো নিশ্চয়ই নকল করা ছাড়া সম্ভব নয়।

থানা পর্যায়ের কলেজগুলোতে নকল চলে এ কথা আমরা সবাই জানি। আসুন দুটি মধ্যমমানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রকে বেছে নেই, যারা শহর বা থানা যেকোনো একখান থেকে পরীক্ষা দিলে প্রায় সমান নম্বর পেতো। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেলো নকল হওয়ার কারণে থানার ছাত্রটি এইচএসসিতে শহরের ছাত্রটি হতে প্রায় ১৫০ নম্বর বেশি পেলো। অর্থাৎ মেডিক্যাল ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সে স্কোরিং-এ নয় নম্বর এগিয়ে রইলো। এখন ভর্তি পরীক্ষায় শহরের ছেলেটি যদি থানার ঐ ছেলেটি হতে ভর্তি পরীক্ষায় আট নম্বরও বেশি পায় তবুও ঐ থানার ছেলেটি ভর্তির সুযোগ পাবে। এটা কি মেধার চরম অবমূল্যায়ন নয়? যারা খুব মেধাবী তারাতো চান্স পাবেই। কিন্তু সমস্যা মধ্যম মেধাবীদের নিয়ে। আর এদের সংখ্যাই বেশি। তাই স্কোরিং পদ্ধতিতে কি রদবদল করা উচিত নয়? আমি বলছি না স্কোরিং পদ্ধতি সম্পূর্ণ তুলে দিতে। কারণ এটাও মেধার ফসল। তবে স্কোরিং-এর শতকরা হারটা কমিয়ে আনা যেতে পারে। এসএসসিতে ২%, এইচএসসিতে ৩% করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমি সদয় দৃষ্টি কামনা করছি মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটির কাছে যারা এখনো এসএসসিতে ৪% ও এইচএসসিতে ৬% বহাল রেখেছেন।

মনোজ কুমার কুনাল
ফুলবাড়ীয়া
ময়মনসিংহ